মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২০

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৬ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১২ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ইতিহাসের পাতায় রক্তিম অভ্যুদয়

স্বাধীনতা শব্দটির বহুমাত্রিক অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। এ কারণে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে স্বাধীনতা শব্দটির তাৎপর্য বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক অথবা ব্যক্তি ও বিবেকের স্বাধীনতা এর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আলোকে স্বাধীনতা শব্দটিকে অর্থবহ করে তোলে।

২৬ মার্চ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। স্বাধীনতা যে কোনো জাতির পরম আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। আর বাঙালি জাতির জীবনে এই পরম আরাধ্য স্বাধীনতা ধরা দিয়েছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলার মাধ্যমে বাঙালি জাতির জীবনে যে বিভীষিকাময় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, দীর্ঘ ৯ মাসে মরণপণ লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলার দামাল সন্তানেরা এক সাগর রক্তের বিনিময়ে সে যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নির্বিচারে বাংলার বেসামরিক লোকজনের ওপর গণহত্যা শুরু করে। তাদের এ অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সকল রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং সকল সচেতন নাগরিককে নির্বিচারে হত্যা করা। সেনা অভিযানের শুরুতেই হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং যে কোন মূল্যে শত্রুর বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মূহূর্তের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তৎকালীন ইপিআরের (বর্তমানে বিজিবি) ওয়্যারলেস থেকে তাঁর এই ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বীর বাঙালি মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রশিক্ষণহীন নিরস্ত্র বাঙালিরা যেভাবে একটি সুশৃঙ্খল অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তেমন সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বিরল। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষের আত্মদান, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম আর বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বিজয়। বাঙালি লাভ করে চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতিতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞান এবং যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) সক্রিয় ও কার্যকরী ভুমিকা পালন করে আসছে।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞান এবং যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনেস্কো/আইসেস্কোর সাথে লিয়াঁজোর মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। উপরিল্লিখিত বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে নীতি নির্ধারনী বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত অন্যান্য ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নোয়ন ও এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)'র উদ্যোগে ইউনেস্কোর অন্তর্ভুক্ত ১৯৩ টি দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ববাসীর কাছে উজ্জ্বল করবে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এবং বিএনসিইউ'র চেয়ারপারসন ডা. দীপু মনি এম.পি.'র শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞান এবং যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেয়া নতুন নতুন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং সেক্রেটারি জেনারেল, বিএনসিইউ ও ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বিএনসিইউ সহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের একনিষ্ঠ কর্মদক্ষতার মাধ্যমে ইউনেস্কো ও আইসেস্কো'র সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এসডিজি-৪ অর্জনের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিএনসিইউ'র উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

২০০৯ ঢাকায় পরপর দু'বার আন্তর্জাতিক আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি সম্মেলন আয়োজন। ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৫তম অধিবেশনে বাংলাদেশ ২০১০-২০১৩ মেয়াদের জন্য ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত।

২০১০ কোরিয়া ভিত্তিক ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ সেন্টার **APCEIU** এবং **BNCU** এর যৌথ আয়োজনে ঢাকায় **Education for International Understanding (EIU) Photo Class-2010** অনুষ্ঠিত।

২০১১ **ISESCO** এবং **BNCU** এর যৌথ আয়োজনে ঢাকায় **Trends in Science Curricula and Teaching Materials** শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

২০১২ ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রামের আওতায় ০৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত। ঢাকা 'ইসলামি সংস্কৃতির রাজধানী' হিসেবে আইসেস্কো কর্তৃক ঘোষিত। ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ। ঢাকায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন আয়োজন।

২০১৩ ঐতিহ্যবাহী জামদানী বুননশিল্প ইউনেস্কোর ইনট্যান্‌জিবল কালচারাল হেরিটেজ - এর অন্তর্ভুক্ত। ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৭ তম অধিবেশনে বাংলাদেশ ২০১৪-২০১৭ মেয়াদের জন্য ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত।

২০১৪ ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রামের আওতায় প্রোগ্রামের ০৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কোর 'ট্রি অব পিস' পুরস্কারে ভূষিত।

২০১৫ কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সাথে **Sejong Literacy Project** বাস্তবায়িত। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কোর ক্যাটগরি-২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ।

২০১৬ ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রামের আওতায় প্রোগ্রামের ০৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত। কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সাথে **Bridge Asia Programme** বাস্তবায়িত। ইউনেস্কো-হামাদ বিন ঈসা আল-খলিফা পুরস্কার অর্জন। পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর ইনট্যান্‌জিবল কালচারাল হেরিটেজ - এর অন্তর্ভুক্ত।

২০১৭ ঐতিহ্যবাহী শীতল পাটি বুননশিল্প ইউনেস্কোর ইনট্যান্‌জিবল কালচারাল হেরিটেজ - এর অন্তর্ভুক্ত। ঢাকায় **E-9 (Education-9)** ভুক্ত দেশ সমূহ- বাংলাদেশ, চীন, ভারত, পাকিস্তান, মিশর, নাইজেরিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো এর মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশ **E-9** ফোরামের সভাপতি নির্বাচিত হয়।

২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ইউনেস্কোর সাথে যৌথভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যাবতীয় সাচিবিক দায়িত্ব পালন।

ডান থেকে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এবং বিএনসিইউ'র চেয়ারপারসন **ডা. দীপু মনি এম.পি.**, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং সেক্রেটারি জেনারেল, বিএনসিইউ জনাব **মোঃ মাহবুব হোসেন**, বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি **মিজ বিয়াট্রিস কালদুন** এবং ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বিএনসিইউ জনাব **আবু হেনা মোরশেদ জামান**

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) কী?

নভেল করোনা ভাইরাসটি করোনা ভাইরাস গোত্রের এক ধরনের সংক্রামক ভাইরাস। **2019-nCoV** ভাইরাসের এই টাইপটি আগে কখনো দেখা যায়নি তাই এটিকে নভেল করোনা ভাইরাস বলা হচ্ছে। আগে করোনা ভাইরাসের যে দুটি টাইপ রোগ তৈরি করার কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিল তার একটি হচ্ছে **SARS-Severer Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)**, আরেকটি **MERS-Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV)**. এটি মূলত শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায় এবং প্রাণঘাতী।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের উপসর্গ

এই ভাইরাস সংক্রমণে ফ্লু-এর মতো লক্ষণ দেখা যায় যেমন-

জ্বর | শুষ্ক কাশি | শ্বাসকষ্ট

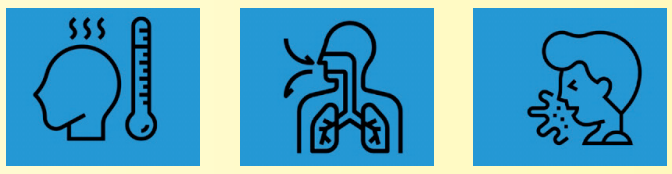

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি রোধে করণীয়

১. ঘনঘন দুই হাত সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবৎ পরিষ্কার করুন।
২. যেখানে সেখানে কফ ও থুতু ফেলবেন না। হাত দিয়ে নাক, মুখ ও চোখ স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন
৩. হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন ও হাত পরিষ্কার করুন।
৪. গণপরিবহন/অনেক মানুষের সমাগম এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।
৫. সুরক্ষিত থাকতে প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করুন।
৬. ডিম কিংবা মাংস রান্নার সময় ভালো করে সেদ্ধ করুন।
৭. স্বাস্থ্যকর খাবার, ফলমূল ও প্রচুর পানি পান করুন এবং পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন।
৮. অসুস্থ ব্যক্তি/রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।